তারিখ ·· 26 JUL 2016 ···
পৃষ্ঠা ৭ ··· কলাম ··· ৬ ······

সংবাদ

পাহাড়ের দোরগোড়ায় ১৫৫ শিখন স্কুল

লেখাপড়ায় উৎসাহ পাচ্ছে শিশুরা

হাফিজুল ইসলাম চৌধুরী, নাইক্ষ্যংছড়ি

কক্সবাজার সদর, রামু ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে দুস্থ ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা সহজ করে দিয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক) পরিচালিত শিখন স্কুল। চার বছর আগে এ তিন উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ১৫৫টি শিখন স্কুল এখন দুর্গম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পদচারণায় মুখর। এসব স্কুলের প্রায় সাড়ে চার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করে যাচ্ছেন ১৫৫ জন প্রশিক্ষিত শিক্ষক। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিখন স্কুলের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলে যায়। বই, খাতা, কলমসহ শিক্ষার্থীদের যাবতীয় শিক্ষাসামগ্রী ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সেভ দ্য চিল্ড্রেনের অর্থ ও কারিগরি সহায়তায় কোডকে প্রদান করে। স্কুলের শিক্ষকদের সহায়তায় ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনামূলক প্রচারণা, খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, সংস্কৃতির্চচার আয়োজন করেন। জাতীয় দিবসগুলো পালন করা হয় অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে। এসব কারণে এতদাঞ্চলের এক সময়ের ঝরে পড়া শিশু শিক্ষর্থীরা আনন্দের সঙ্গেই কোডেকের কল্যাণে নতুনভাবে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন। কক্সবাজার সদর শিখন অফিসের মাঠ সমন্বয়কারী আজিজুল হক বলেন, দুর্গম ও স্কুলবিহীন এলাকায় শিক্ষার মান বাড়াতে কোডেক কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। কক্সবাজার সদর, রামু ও নাইক্ষ্যংছড়ির ১৪টি ইউনিয়নে ১৫ জন লার্নিং ফ্যাসিলেটেটর ১৫৫টি শিখন স্কুল সফলতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘূর্ণিঝড় রোহানুর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত সদর ও রামুর ১৪টি বিদ্যালয় ঘর সম্প্রতি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি জানান, সেভ দ্য চিল্ড্রেনের একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে পরিদর্শন করে এসব বিদ্যালয় ঘরে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনেন।

পরে ১৪টি স্কুলের প্রতিটি শিক্ষার্থীদের মাঝে একটি করে স্কুল ব্যাগ, ছাতা, ওয়াটার পট, স্কেল ও ৩টি করে পেন্সিল বিতরণ করা হয়। এ সময় অন্যদের মধ্যে টিটিএস পতিলাল চাকমা, সুবিমল পাল, এ্যাডমিন হরিকিশোর তনচংগ্যা ও অনিরুদ্ধবম চক্রবক্রী উপস্থিত ছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেজে, এই শিক্ষা উপকরণ পাওয়ার পর শিশুরা একদিকে মহাখুশি অন্যদিকে পড়ালেখায় উৎসাহিত হয়েছেন। গরিব অভিভাবকরা বলছেন শিখন স্কুল না হলে তাদের সন্তানরা শিক্ষার আলো ফিরে পেত না। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু আহমেদ বলেন, বিদ্যালয়বিহীন সীমান্তের দুর্গম গ্রামের ঝরেপড়া শিশুরা এখন শিখন স্কুলে লেখাপড়া করছে। এটি একটি অনন্যা ভাল উদ্যোগ। কোডেক কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে আমরাও সহযোগিতা করছি।